যুগান্তর

JUN 16 2002

বরিশাল : ভেটেরিনারি কলেজের একাডেমিক ভবন (বাঁয়ে), ডানে মনোরম সবুজ ক্যাম্পাস -যুগান্তর

শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর দ্বারপ্রান্তে বরিশাল সঃ ভেটেরিনারি কলেজ

পুলক চ্যাটার্জি, *বরিশাল ব্যুরো*

বরিশাল সরকারি ভেটেরিনারি কলেজে আগামী শিক্ষা বর্ষ (২০০২-২০০৩) থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। এ জন্য একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষক-কর্মচারীদের বাসস্থান, ছাত্রদের হোস্টেল নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় অয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলছে। বরিশাল সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে। বরিশাল সদর উপজেলার পার্শ্ববর্তী বাবুগঞ্জ উপজেলার বানপুরায় বরিশাল ইরিগেশন প্রকল্পের (বিআইবি) পরিত্যক্ত ৫.৪৭ একর জমি এবং ভবনসহ সংলগ্ন আরও ৭.৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে স্থাপন করা হয়েছে বরিশাল ভেটেরিনারি কলেজ। কলেজের নির্মাণ ও সংস্কার কাজ মূলত শুরু হয় ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে। বিআইপির ভবনগুলো সংস্কার ও মেরামত কাজ শুরু হয় ২০০০ সালে। বিআইপির অবকাঠামোর মধ্যে ছিল একটি দোতলা অফিস বিল্ডিং, একটি ওয়ার্কশপ, চারটি দোতলা স্টাফ কোয়ার্টার এবং তিনটি দোতলা ভবন। এগুলো সংস্কার করে শিক্ষক-কর্মচারীদের বাসস্থান, ছাত্রাবাস, প্রশাসনিক ভবন ও পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। ২০০০-২০০৩ শিক্ষা বর্ষের প্রথম ব্যাচে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 'এ' গ্রেডপ্রাপ্ত ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। ২০০৩ সালের জানুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। শিক্ষাদান কার্যক্রম চালানো হবে ক্রেডিট আওয়ার হিসাবে সেমিস্টার পদ্ধতিতে। ৫ বছর মেয়াদি কোর্সে ৬ মাসের দুটি সেমিস্টার এবং ইন্টার্নশিপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শিক্ষা কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ৫ বছর সফলতার সঙ্গে শিক্ষা শেষে ছাত্রছাত্রীরা পশুচিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করবে যা ডিভিএম ডিগ্রি নামে পরিচিত হবে। বরিশাল ভেটেরিনারি কলেজের সার্বিক দিক নিয়ে কথা হয় কলেজের অধ্যক্ষ আবুল মরতুজা চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি জানান, কলেজের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষের পথে। লাইব্রেরির জন্য বই ও জার্নাল, গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র শিগগিরই কেনা হবে। পাঠাগারে থাকবে সর্বাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা। অধ্যক্ষ আবুল মরতুজা চৌধুরী বলেন, গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় প্রাথমিক প্রজেক্ট প্রোফাইলে না থাকায় সেগুলো সংশোধিত প্রজেক্ট প্রোফাইলে অন্তর্ভুক্ত করে পেশ করা হয়েছে। শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে কলেজ সংলগ্ন এলাকায় কোন দোকানপাট নাই। এজন্য ক্যাফেটেরিয়া, লাইব্রেরি ও স্টেশনারীর দোকান স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে কলেজ ক্যাম্পাসে বিদ্যালয় স্থাপন জরুরি। নতুবা শিক্ষক-কর্মচারীরা ক্যাম্পাসে থাকতে চাইবে না। যদিও ভেটেরিনারি কলেজ সম্পূর্ণ আবাসিক। কলেজের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য গো-প্রজনন খামার, দুগ্ধ খামার, মুরগি, ছাগল ও মহিষ খামার এবং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পশু হাসপাতাল থাকা প্রয়োজন। প্রজেক্ট প্রোফাইলে যে খামারগুলোর কথা বলা হয়েছে ওই খামারগুলো কলেজ এলাকা থেকে অনেক দূরে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাস করতে সমস্যা দেখা দেবে। বরিশাল সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ যাবতীয় প্রয়োজন সম্পন্ন করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের সুরাহা হয়নি। কলেজের যাতায়াতের জন্য যে রাস্তাটি বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে তা উপজেলা পরিষদের মধ্য দিয়ে নেয়া এবং ওই সড়কটি এত ছোট যে কলেজে আসা-যাওয়ার উপযুক্ত নয়। তাছাড়া উপজেলা পরিষদ তথা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য কখনও ছাত্র অসন্তোষ দেখা দিলে উপজেলা পরিষদ টার্গেটে পরিণত হতে পারে। কিন্তু বিকল্প কোন সড়ক নির্মাণের জন্যও বরাদ্দ নেই। কর্তৃপক্ষ সূত্র বলেছে, কলেজের পূর্ব পাশ বানপুরার মধ্য দিয়ে বিচারপতি জব্বার খান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে ১২০০ মিটার রাস্তা নির্মাণ করলে উপজেলা পরিষদের বাইরে দক্ষিণ দিকের পাকা সড়ক দিয়ে কলেজে যাতায়াতের সহজ পথ সৃষ্টি হতে পারে।